

জাত-জাধন্য

পরিবর্ধিত
২য় সংস্করণ

ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাশয়ের



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

“সত্য মহান ও সুন্দর। সত্য সকলকে অমঙ্গল হতে মুক্ত করতে
সক্ষম। জগতে সত্য ভিন্ন অশ্রু ত্রাণকর্তা নেই। একমাত্র সত্যই
অবিনিশ্চর। সত্যেই অমরত্ব বিদ্যমান।”

—বুদ্ধবাণী।

আপনারে দীপ করি জ্বালো ;
দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো।
সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিপ্লব করি দূর ;
জীবনের বীণা-যন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর ;

—রবীন্দ্রনাথ।

এই বিশ্ব অন্ধপুরে চিরকাল ধরে ;
পরম আশ্বাস আছে জাগ্রতের তরে।
সত্যেরে খুঁজিছে যারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কেহ তারা শূন্য হাতে ফিরে নাহি ঘরে।

—রবীন্দ্রনাথ।

সত্য-সাধনা

পরিবৰ্দ্ধিত

২য় সংস্করণ

ত্রিপিটক বাগীশ্বর

ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাশয়ের

সংঘনায়ক অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘ

আনন্দ ধাম

বৌদ্ধপল্লী, ইছাপুর

উত্তর ২৪ পরগণা

Satya Sadhana
By Ananda Mitra Mahathera

© গ্রন্থকার

২য় সংস্করণ : বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৯৯৪ ইং

প্রকাশক : সদ্ধর্ম প্রচার পরিষদ

মুদ্রক :

বসাক আর্ট প্রেস, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ভদ্রস্তু ধর্মদর্শী মহাথের

সদ্ধর্ম প্রচার পরিষদ

তথাগত বিহার

বৌদ্ধপল্লী, ইচ্ছাপুর

২৪ পরগণা

পিন-৭৪৩১৪৪

পঃ বঙ্গ

বড়ুয়া চৌধুরী বুক সপ

২৬, কলেজ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

ভদ্রস্তু আচার্য করুণা শাস্ত্রী

ইণ্টার নেসানেল ব্রাদার হুড মিশন

জ্যোতিনগর, ডিব্রুগড়—৭৪৬০০১

আসাম

বক্তব্য

সত্যই বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলদায়ক শক্তি । এ কারণে সত্য যতই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় মানব সমাজের ততই মঙ্গল হয় । কিন্তু সূর্যোদয় বিশ্বের সর্বপ্রাণীর পক্ষে মহাহিতকর হলেও পঁচা প্রভৃতি অন্ধকারবাসীদের পক্ষে যেমন কষ্টকর হয়ে থাকে, সর্বমানবের মহামঙ্গল-দায়ক সত্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হলেও তেমন শিক্ষিত-অশিক্ষিত মূখ'দের পক্ষে তা অসহ্য হয় বলে তারা সত্য প্রকাশকের বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে । করুণাবাণ পণ্ডিতগণ কিন্তু মূখ'দের নিন্দা-তিরস্কার অগ্রাহ্য করে মানব-হিতার্থে সত্য প্রকাশ ও প্রচার করে যান ।

জগতে জানবার বিষয় বহু কিন্তু মানুষের আয়ু অল্প, তদ্ব্যতীত একান্ত সার বিষয় জানবার জন্য চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ । শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—

“বহুনি শাস্ত্রানি বিবিধা চ বিদ্যা :— স্বল্পাচ্চ কালো বহুব্ধিচ বিদ্যাঃ ।

যং সারভূতং—তদুপার্শনীযং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্মুমিশ্রম্,” ॥

—বহু শাস্ত্র এবং বিবিধ বিদ্যা জগতে বিদ্যমান । মানুষের আয়ু কিন্তু স্বল্প, তাতে আবার বাধা ও বেশী । এ অবস্থায় মিশ্রিত ক্ষীরাম্মু হতে রাজহংসের কেবল ক্ষীর পানের ন্যায় কেবল সার বস্তুরই সেবা করা উচিত ।

জীবন-সত্যই সার বস্তু । এ বিষয়ের জ্ঞানই সেরা জ্ঞান । এই সত্য অবগত হয়ে বিচারশীল ব্যক্তি জীবনকে সমুন্নত করবার জন্য যত্নবান

হটক এ উদ্দেশ্যে গত বৎসর ‘সত্য-সাধনা’ ও ‘প্রজ্ঞা-সাধনা’ পুস্তিকায় প্রকাশিত ও অধিকাংশই যোগ্যক্ষেত্রে বিতরিত হয়।

শেষে মনে হয় যে প্রজ্ঞা-সাধনার ‘ধর্ম ও ধর্মাক্রান্তা’ প্রবন্ধটি ‘সত্য-সাধনা’র সাথে প্রকাশিত হলে পুস্তিকাটি পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। এ কারণে ঐ প্রবন্ধটি—এ পুস্তিকায় সংযোগ করে এবং প্রবন্ধগুলি স্থানভেদে সামান্য পরিবর্তন করে এবং পরিশিষ্টে নিবেদনটি যুক্ত করে ‘সত্য-সাধনা’র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

আমার জ্ঞাতি-ভাইপো রবীন্দ্র অরুণাচলে বাস করে। সে যখন আমার নিকট আসে আমাকে নানা উত্তম বস্তু দান দেয়। তার উদারতার বিষয় জেনে তাকে বইটি প্রকাশের জন্ত বলায় সে সানন্দে স্বীকার করে।

বুদ্ধবাক্য “ধম্মদানং সর্বদানং জিনাতি”—এ সত্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অর্থকথাচার্য বলেছেন—পৃথিবীকে ঢোলের পিঠের মত সমতল করে তাতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিগ্রাহকরূপে এক সম্যক সমুদ্র, এক লাইন প্রত্যেক বুদ্ধ, দেড় লাইন অর্হৎ, আড়াই লাইন অনাগামী, পাঁচ লাইন সদ্ধাগামী ও দশ লাইন শ্রোতাগণকে বসিয়ে সুমেরু পর্বতের সমান যদি অন্ন-বস্ত্রাদি সর্ববস্তু দান দেওয়া হয় ; আর সেই দানকে অনুমোদন প্রসঙ্গে যদি একটি গাথা বলে ধর্মদর্শনা করা হয় ; সেই ধর্মদানময় পুণ্যই ঐ বিপুল বস্তু দানময় পুণ্য হতে অধিক হয়ে থাকে।

সর্ব মানবের হিতার্থে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর এই ধর্মদানময় অগ্রমেয় পুণ্য-প্রভাবে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সর্বপ্রকারে উন্নত ও সুখী হোক—এ আশীর্বাদ করছি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত শ্যামল মুখার্জি তাঁর নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও এ পুস্তিকার প্রফ সংশোধন করে দিয়ে পরোপকারে তার উদার চিন্তের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই মহত্বের জন্য আমি সপরিবারে তাঁর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

প্রেসের ম্যানেজার ও কর্মীদের কর্মদক্ষতায় পুস্তিকাটি যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁদের ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

বিচারশীল নরনারী জীবনসম্বন্ধে সত্য জেনে যোগ্যতানুসারে আত্মহিত ও পরহিত সম্পাদনের মাধ্যমে এই উত্তম মানবজীবন লাভকে সার্থক করুক—এটাই কামনা—ইতি।

গ্রন্থকার

দাতার নিবেদন

আমার জন্মস্থান চট্টগ্রামের সারোয়াতলী গ্রাম। আমরা চারভাই ভারতবাসী। সর্বকনিষ্ঠ আমি ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পেরে অরুণাচলে চলে আসি। এখানের বৌদ্ধদের সরলতা ও অমায়িক ব্যবহার, ধর্মের প্রতি তাদের গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও দানধর্মে উদারতা দেখে আমি মুগ্ধ হই। এ কারণে এখানের এক উচ্চশিক্ষিতা বৌদ্ধ মহিলাকে বিবাহ করে এখানেই আমি প্রতিষ্ঠিত হই। ইনি গভর্ণমেন্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন, আমি নামশাই বাজারে তৈরি কাপড়ের ছোট এক দোকান দিয়ে জীবন যাপন করছি। আমাদের দুই ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে পড়ে। ধনী না হলেও আমি ধার্মিক বৌদ্ধদের মধ্যে সুখে আছি।

আমাদের বংশের গৌরব আমার পিতৃব্য নিখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের সংঘ নায়ক ধর্মপুস্তক প্রকাশ করে ধর্মদানের মাধ্যমে মানবসেবা করতে বললে আমি তা তাঁর আদেশরূপে সানন্দে বরণ করি। আমার স্ত্রীকে তা জানালে তিনি তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

আমার ছোটবেলায় আমার পূজনীয় পিতৃদেব ৩সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও দিদি অঞ্জলি বড়ুয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁদের সেবা করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তাঁদের স্মৃতিপূজার উদ্দেশ্যে আমি ও আমার স্ত্রী এ ধর্মপুস্তক প্রকাশের সমস্ত অর্থ সানন্দে দান করেছি।

আমাদের এই বিপুল পুণ্য অনুমোদন করে আমার স্বর্গীয় পিতা ও দিদি সুখী হোক। সমস্ত দেবতা ও প্রাণী তা অনুমোদন করে আনন্দিত হোক এবং মহাপ্রভাবশালী দেবগণ আমাদের প্রাণপ্রিয় কণ্ঠা সংঘামিত্রা ও পুত্র অভিষেককে সকল আপদ-বিপদে রক্ষা করে

আমাদের সর্বপ্রকার উন্নতি ও সুখলাভে সহায় হোক । এই উত্তম পুণ্য প্রভাবে আমরা আনির্বাণকাল যেন সুগতি লোকে মহাজ্ঞানী ও উত্তম ভোগ-সম্পদে সুখী হয়ে শেষে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হই । ইতি—

নিউ মার্কেট, নামসাই,
লোহিত, অরুণাচল
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৯৯৪ ইং

রবীন্দ্র লাল বড়ুয়া
নাস্ত্রী বড়ুয়া

সত্যই সর্বার্থ-সাধক

সত্যের শ্রেষ্ঠতা

সত্যই সর্বার্থসাধক । সেজন্য বিশ্বের সকল মহাপুরুষ সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন ।

ঋষি টলষ্টয় বলেছেন—“শুধু ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ নয়, সমস্ত পৃথিবী ধৃতান্ত্র হয়ে যদি আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি আমি সত্য ত্যাগ করব না । সত্যই আমার ধর্ম—সত্যই আমার ভগবান ।”

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলেছেন—“সত্য লাভ করতে হলে যদি নরকের ভিতর দিয়েও যেতে হয়, তথাপি পেছপা হয়ো না । সত্য যা তা সাহসপূর্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে বেলো । ঐ সত্য প্রকাশের জন্ত ব্যক্তি-বিশেষের কষ্ট হল বা না-হল সেদিকে খেয়াল করো না । দুর্বলতাকে আমল দিও না । সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে যদি অতিমাত্রায় প্রথর বোধ হয়, তাঁরা যদি তা সহ্য করতে না পারেন, সত্যের বন্ধ্যা তাঁদের যদি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা যাক ; যতই শীঘ্র যায় ততই ভাল ।”

এক ইংরাজ মনীষী বলেছেন—“Truth is above reasons. The object of reasons is to attain the truth. For truth we should work, live and be ready if necessary to die”—সত্য যুক্তি বিচারের উদ্দেশ্য । সত্য লাভের জন্তই যুক্তি-বিচার । সত্যের জন্ত আনাদের কাজ করতে হবে, বাঁচতে হবে এবং প্রয়োজন হলে মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে ।

ধর্মই শান্তি-প্রদায়ক

জগতের বহু মনীষী মানবের দুঃখমুক্তি ও শান্তির উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ অগ্রতম। তাঁদের উদ্ভাবিত সেই উপায়কেই ‘ধর্ম’ বলা হয়। জীবনের দুঃখবিনাশক ও শান্তি-প্রদায়ক বলে ধর্মই জীবন-বেদ, জীবন-দর্শন ও জীবন-বিজ্ঞান। তদ্ব্যতীত বলা হয়েছে—“ধর্মেণা হীনা পশুভিস’মানা”— ধর্মহীন ব্যক্তি পশুসদৃশ। ইহা একান্ত সত্য যে—ধর্মের দ্বারা যেমন মানবের মহামঙ্গল সংসাধিত হয়, ‘ধর্মান্ধতা’ তেমন মানবের সর্বনাশ ডেকে আনে।

ধর্ম-প্রবর্তকদের জ্ঞান, দেশ, কাল ও পাত্র সমান নয় বলে তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মও অসমান হতে বাধ্য।

বৌদ্ধ ধর্মই উত্তম

যে-সব মনীষী নানা ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও প্রজ্ঞা-প্রধান বৌদ্ধ ধর্মকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। যে কারণে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ মানবই ধর্মে বৌদ্ধ। এখানে আমি মাত্র চারজন মনীষীর অভিমত প্রকাশ করছি।

১. বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলেছেন—“If there is any religion in this world, which is acceptable to the modern scientific mind, it is Buddhism.”—আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনের গ্রহণোপযোগী বর্তমান বিশ্বে যদি কোন ধর্ম থাকে তা বৌদ্ধধর্ম।

২. জগতবিশ্রুত চিন্তাবিদ্, কার্লমার্ক্স' বলেছেন—“If religion is the soul of soulless conditions, the heart of the heartless world and the opium of the world ; then Buddhism, certainly, is not such a religion. If religion is meant a system of deliverance from the ills of life, then Buddhism is the religion of religions.”—ধর্ম যদি নৈরাশ্রা অবস্থার আশ্রা, নিস্প্রাণ জগতের প্রাণ এবং জনগণের আশ্রি হয়, তাহলে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চয়ই তাদৃশ ধর্ম নয়। ধর্ম অর্থে যদি জীবন দুঃখ অবসানের উপায় বুঝায় ; তা হলে বৌদ্ধধর্ম সর্বধর্মের সেরা ধর্ম।

৩. জার্মান পণ্ডিত পল ডালকে তাঁর ‘Buddhism and Science’ নামক পুস্তকে লিখেছেন—“One can place on one side, not only, all religions of the world but also, all the Philosophical and scientific systems and on the other, Buddhism will take its place alone.”—কেউ যদি সব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নীতিসহ পৃথিবীর সর্বধর্ম একপার্শ্বে রাখে, অন্য পার্শ্বে বৌদ্ধধর্ম একাকীই তার স্থান নিয়ে বিরাজ করবে।

৪. দ্বারভাঙ্গা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা সার্ হরিসিং গৌর বলেছেন—“If the union of all religions of the world is effected at any time, Buddhism will shine as the loftiest wave of the Ocean and Blessed Buddha as the Everest of the Himalayas.”—যদি পৃথিবীতে কখনো সর্বধর্মের সমন্বয় হয়, বৌদ্ধধর্ম মহাসমুদ্রের সর্বোচ্চ তরঙ্গের মত এবং ভগবান বুদ্ধ হিমালয়ের এভারেস্টের মত প্রতীয়মান হবেন।

হীন ও উত্তম মানব

বুদ্ধ বলেছেন—“কস্মৎ সন্তে বিভজ্জতি যদিদং হীনপ্লনীততায়” ।
—কর্মট প্রাণীদের হীন ও উত্তমরূপে বিভাগ করে থাকে । কর্মানুসারে
মানব চার প্রকার । যথা—১. তমতমপরায়ণ—অশিক্ষিত দরিদ্র
এবং পাপময় হীন জীবনযাপনকারী । ২. জ্যোতিতমপরায়ণ—শিক্ষিত
ও অবস্থাপন্ন কিন্তু পাপময় হীন জীবনযাপনকারী । ৩. তমজ্যোতি-
পরায়ণ—অশিক্ষিত দরিদ্র কিন্তু পুণ্যময় উন্নত জীবন যাপনকারী ।
৪. জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ—শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন এবং পুণ্যময় উন্নত
জীবন যাপনকারী ।

এদের মধ্যে প্রথম দুই জনের গতি অধোদিকে এবং দ্বিতীয় দুই
জনের গতি উর্ধ্বদিকে । প্রথম দুই জনের মধ্যে প্রথম জন পাপকর্মের
দ্বারা নিজকে নরকাদি মহাদুঃখে নিক্ষেপ করে বলে কেবল নিজের শত্রু ।
কিন্তু দ্বিতীয় জনকে পরিবারের ও সমাজের মানুষেরা অনুসরণ করে হীন
ও পাপী হয় বলে দ্বিতীয় জন যেমন নিজের শত্রু, তেমন পরিবারের
এবং সমাজেরও শত্রু । এই দ্বিবিধ মানব তাদের কর্মানুসারে
পশু-মানব, প্রেত মানব বা নিরয়-মানবের অন্তর্গত ।

অন্য দ্বিবিধ মানব তাদের কর্ম ও যোগ্যতানুসারে নর-মানব, দেব
মানব, ব্রহ্ম-মানব ও আর্য-মানবের অন্তর্গত ।

পরোপকার

মানুষের মত মানুষ হতে হলে ঋণ্য এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে
যেমন জীবন যাপন করতে হয়, তেমন যোগ্যতানুসারে জনহিত ও:

সম্পাদন করতে হয়। যিনি যত বেশী পরোপকার করতে পারেন প্রকৃতপক্ষে তিনি তত বেশী শ্রেষ্ঠ হন।

বোধিসত্ত্বগণ বাহ্যিক সর্ববস্তু জনহিতার্থে দান দিয়ে ‘দান-পারঙ্গী’, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান দিয়ে ‘দান-উপারঙ্গী’ এবং জীবন দান দিয়ে ‘দান-পরমার্থ’ পারঙ্গী পরিপূর্ণ করে থাকেন,

গৌতম বোধিসত্ত্ব এক জন্মে বলেছিলেন—

“ইমং পরত্তপ্পিসত্তং শরীরং ধারেমি লোকস্ম হিতথমেব ;

অজ্জিব এথ উপেতি তক্ষে ইতো পরং কিং সুখমশ্চিময়ংহং ।”

—লোকহিতের জন্তুই আমি আমার এই রক্ত-মাংসের শরীর রক্ষা করছি। আজই যদি তা লোকহিতার্থে বলি-প্রদত্ত হয়, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ আমার আর কী হতে পারে।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলেছেন—“আমি ভক্তি-মুক্তির অপেক্ষা রাখি না। পরোপকার করাই আমার ধর্ম। তার জন্তু আমি হাজার বার নরকে যেতে প্রস্তুত।”

নানা দেশের মহাযানী ও থেরবাদী বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্মীয় উৎসবদির মাধ্যমে ও নানাভাবে সারা বৎসর দান নিয়ে জনসেবা করে থাকেন।

এ দেশের হিন্দুরাও তেমন নানা পূজা-পার্বণের মাধ্যমে তাঁদের শক্তি অনুসারে দান দিয়ে লোকহিত সম্পাদন করে থাকেন।

মুসলমানেরা তাঁদের পর্বদিনে তাঁদের আত্মীয় স্বজন এবং দীন দুঃখীকে আপন যোগ্যতানুসারে দান দিয়ে থাকেন। বিশেষতঃ ধার্মিক মুসলমানগণ ঈদের দিন ‘জাকাত’ দেন। ঘটি-বাটি, সোনা-রূপা, বাড়ী ও ভূসম্পত্তি আদি সব সম্পত্তির মূল্য হিসাব করে শতকরা ২½ টাকা

দান দেওয়াকে ‘জাকাত’ বলা হয়। পত্রিকার খবর—কলিকাতার কোন কোন ব্যবসায়ী মুসলমান প্রতি বৎসর জনহিতার্থে দুই লাখ, আড়াই-লাখ টাকা ‘জাকাত’ দিয়ে থাকেন।

খ্রীষ্টানগণ নাকি মাসিক আয়ের শতকরা ১০ টাকা জনহিতার্থে দান দেন। পাদরিগণ পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়েও ঐ টাকায় স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালাদি করে জনসেবা করে থাকেন।

বড়ুয়াদের দান

এখন বিচার করে দেখা উচিত বড়ুয়া বৌদ্ধরা নিজেদের আয় এবং অবস্থানুসারে মাসে এবং বছরে ধর্মীয় ব্যাপারে ও অন্তর্ভাবে জনহিতার্থে কে কত দান দিয়ে থাকেন।

অতীতের অশিক্ষিত বর্বর বড়ুয়া-বৌদ্ধরা যেমন একটি বিহার করে তাদের ধর্মীয় কাজ করাবার জন্য পালাক্রমে আহার দিয়ে একজন ভিক্ষু রাখত, বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত যুগেও বড়ুয়া বৌদ্ধরা ধর্মীয় ব্যাপারে অতীতের সেই বর্বরই রয়ে গিয়েছে। শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন বড়ুয়ারা পালাক্রমে দরিদ্রা বিধবার সমান দান দিয়ে শিশুর সাথে যুবকের একই নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য তারা যে ‘দায়ক’ হিসাবে দরিদ্রা বিধবা হতে হীন, নীচ ও অধম প্রতিপন্ন হয়, সেই কাণ্ডজ্ঞান কয়জনের আছে। যাদের আত্মমর্যদাজ্ঞান ও আত্মসম্মানবোধ নেই, কেবল চাকরি এবং জীবন সেবাই যাদের জীবন, তেমন হীন মানুষের দ্বারা ধর্ম ও সমাজের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নয়। তারা আসলে নিজের ও সমাজের অনিষ্টকারীই।

দায়ক^১

দায়ক অর্থ যজ্ঞমান বা গৃহী নয়—দাতা। পড়া, লিখা ও বলার দ্বারা যেমন ছাত্র হয়, তেমন দান, সেবা ও আপদে-বিপদে রক্ষা এ ত্রিবিধ কর্ম সম্পাদন দ্বারাই দায়ক হয়। ঐ কর্ম ত্যাগে আর দায়ক থাকে না। কেউ কোনও ভিক্ষুকে প্রতিদিন এক কাপ চা দিলে সে ঐ ভিক্ষুর এক কাপ চায়ের দায়ক মাত্র। উহা ত্যাগে আর সেই দায়ক থাকে না। এ সত্যজ্ঞান বহু ভিক্ষু এবং গৃহীর নেই।

বুদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের হিতার্থে বলেছেন—৮টি দোষের যে-কোন একটি দোষে দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক বর্জন করতে হবে। সে দান দিলে তা ত্যাগ করতে হবে। তার দান গ্রহণ না করবার জন্য অন্য ভিক্ষুদের ও বলতে হবে। সেই অষ্ট দোষ যথা—১-৩. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নিন্দা। ৪. ভিক্ষুকে আক্রোশ ও নিন্দা-তিরস্কার করা। ৫. ভিক্ষুর অলাভের চেষ্টা করা। ৬. ভিক্ষুর অনিষ্টের চেষ্টা করা। ৭. ভিক্ষুকে বিহার হতে তাড়াবার চেষ্টা করা। ৮. ভিক্ষুর সঙ্গে অন্য ভিক্ষুর ভেদের চেষ্টা করা।^২

বর্জনীয় ব্যক্তিকে বর্জন করতে না পারলে ভিক্ষুকে নানাভাবে বহু কষ্টভোগ করতে হবে—এতো স্বভাব-সত্য।

১. দায়ক ও ভিক্ষু সম্বন্ধে আমি ‘আমার সমাজ’ ও ‘আদর্শ-বৌদ্ধ জীবন’ গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

২. চুল্লবগে-গা—খুদক কশুক ২২৬।

বড়ুয়ারা বৌদ্ধ নয়

বৌদ্ধ প্রধান দেশে হাজার হাজার ভিক্ষু এবং বহু উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ভিক্ষু বিদ্যমান! পূর্বোক্ত কারণে বড়ুয়া সমাজে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোনও শিক্ষিত যুবক ভিক্ষু হয় না এবং কোথাও ভিক্ষুর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও নেই। দরিদ্রের অশিক্ষিত সন্তান এবং অকর্মণ্য বৃদ্ধই প্রধানতঃ বড়ুয়াদের ধর্মগুরু। ফলে বড়ুয়াদের মধ্যে এমন কি শতকরা পাঁচজন ব্যক্তি ও শুদ্ধ উচ্চারণে পঞ্চশীল ও প্রার্থনা করতে জানে না। তাদের অনেকে আদি বৌদ্ধ বলে গর্ববোধ করলেও তারা যে বৌদ্ধ নয়, তাদের ধারণা যে বৌদ্ধধর্মের বিরোধী, সে সত্যজ্ঞান তাদের নেই। বুদ্ধ বাক্য হচ্ছে—জন্মের দ্বারা নয়, কর্মের দ্বারা বৌদ্ধ হয়।

হীন ভিক্ষুর আত্ম-পরহিত'

ভারতীয় নববৌদ্ধদের অনেক ছেলেমেয়ে এবং উপাসিকা শুদ্ধ উচ্চারণে বহু সূত্র কঠিন বলতে পারে। তাদের পঞ্চশীল ও প্রার্থনাদির উচ্চারণ ও শুদ্ধ। বড়ুয়াদের অধিকাংশ ভিক্ষুও তা পারেন না; আর গৃহীদের কথাই বা কী। তজ্জন্ম ভিক্ষুদের দোষ দেওয়া রুথা। যোগ্যতার বাইরে তো কেউ কোনও কাজ করতে পারে না। যেমন শিষ্য তেমনই গুরু। তাঁরা তো অন্ততঃ গৃহী-জীবনের বহু পাপ হতে নিজেদের রক্ষা করেছেন এবং বড়ুয়াদের 'অস্পৃশ্য হরিজন' হতে না দিয়ে 'নামে মাত্র বৌদ্ধ' রেখেছেন।

ধর্ম ও আচার

গাছের পাতা গাছ নয় ; কিন্তু পাতা ব্যতীত গাছ বাঁচে না ।
সে রূপ ধর্মীয় আচার ছাড়াও তেমন ধর্মের অস্তিত্ব লোপ পায় । গাছের
পাতায় যেমন গাছের সার নেই, তেমন ধর্মীয় আচারের মধ্যেও ধর্মের
সার লাভ করা সম্ভব নয় । গাছের সারাষেবীকে যেমন গাছের সব
কিছু বাদ দিয়ে কাণ্ডে যেতে হয়, ধর্মীয় ব্যাপারেও তেমন অসারকে ত্যাগ
করে ধর্মের সারকে গ্রহণ করতে হয় ।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার হতে ছাত্রদের যেমন কেবল নিজের উপযোগী গ্রন্থই
পাঠ করতে হয়, তেমন উন্নতিকামী মানবদেরও কেবল আপন আপন
উপযোগী ধর্মই পালন করে উন্নত হতে হয় ।

শিক্ষিত মূখ

ধর্ম ও শিক্ষা এ দুটি মানবের বড় শক্তি । তার মধ্যে শিক্ষাই
প্রধান । কারণ শিক্ষা মানবকে সাধারণতঃ জ্ঞানী করে ; কখনো বা
তদ্বিপরীত মূখও করে থাকে । যথা উৎকৃষ্ট খাদ্যে মানুষ যেমন বলবান
হয়, অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয়ে তেমন বেশী দুর্বলও হয়ে থাকে ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“যেমন হেসেছি বারে বারে / পণ্ডিতের মূঢ়তায়
ধনীদেব দৈত্যের নিপীড়নে / সজ্জিতের রূপের বিজ্ঞপে ।”

“A man is known by his deeds,”—জ্ঞানী ও মূখের
পরিচয় তাদের কাজে ।

পরমহংসদেব বলেছেন—“আমি মানুষের খোলসে বহু গরু-ছাগল ও শৃগাল কুকুরকে বিচরণ করতে দেখছি।”

বিবেকানন্দ বলেছেন—“যদি দশজন মানুষ পাই, দুনিয়াটাকে একটা নাড়া দিতে পারি ; তবে মানুষ চাই—পশু নয়।”

মহাপ্রাণ যুবক

বুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক ও মহাশ্রাবক প্রভৃতি মহাপ্রাণ কল্লকল্লান্ত জনসেবার দ্বারা স্তম্ভ হইয়া শেষে নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বড়ুয়া সমাজে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কি অন্ততঃ দশজন মহাপ্রাণ শিক্ষিত যুবক মিলবে না, যারা মহামানবের পথ অবলম্বন করে আপন একটি জীবন জনসেবার জন্য উৎসর্গ করতে পারেন। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রভৃতিতে তেমন মহাপ্রাণ বহু শিক্ষিত যুবকদের দেখা যায়।

বড়ুয়াদের মধ্যে অন্ততঃ কতিপয় শিক্ষিত যুবক মহাপ্রাণ জ্ঞানী হোক—এটাই আমাদের কামনা।

— — —

মূৰ্খ

‘মোহেন মূল্হো’—মোহের দ্বারাই মূঢ় বা মূৰ্খ হয়। মূৰ্খকে বালও বলা হয়। ‘বলঞ্জতীতি বালো—অস্মাস-পস্মাসমন্তেন জীবতীতি অথো:’—কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানহীন কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা জীবিত থাকে বলে ‘বাল’ বলা হয়। বিশেষতঃ হীন পাপীরাই যথার্থ বাল বা মূৰ্খ।

মূৰ্খের পরিচয় দিতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন—“ভিক্ষুগণ, মূৰ্খের লক্ষণ, নিমিত্ত ও কৃত্য তিনটি। মূৰ্খ দৃষ্টিভ্রান্তাকারী, দুৰ্ব্বাক্যভাষী ও দুষ্কর্মকারী হয়। অর্থাৎ পরসম্পত্তিলোভী, পরের অনিষ্ট চিন্তাকারী ও মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ হয়; মিথ্যা, ভেদ, নির্দয় ও বৃথাবাক্যলাপী হয় এবং হত্যাকারী, চোর ও ব্যাভিচারী হয়। মূৰ্খ যদি একরূপ না করত, পণ্ডিতগণ কিরূপে জ্ঞানতেন যে—এ ব্যক্তি মূৰ্খ অসং পুরুষ।”—অঙ্গুত্তর নিকায়।

অন্য সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন—“ভিক্ষুগণ! তিনধর্মযুক্ত মূৰ্খ অব্যাক্ত (অদক্ষ) অসং ব্যক্তি বিজ্ঞানিন্দিত দোষযুক্ত বহু পাপ সঞ্চয় করে নিজকে ক্ষত উপক্ষত করে জীবন যাপন করে। সেই তিন ধর্ম কি? কায়, বাক্য ও মনোদুষ্কর্ম (উক্ত দশ পাপ কর্ম)।”—অঙ্গুত্তর নিকায়।

অর্থকথায় বলা হয়েছে নিয়ত মিথ্যা দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তিই সেরা মূৰ্খ। নিয়ত ও অনিয়ত ভেদে মিথ্যাদৃষ্টি দুই প্রকার। নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি আবার ‘অক্রিয়া’ ‘নাস্তিক’ ও ‘অহেতুক’ ভেদে তিন প্রকার।

১. উক্ত ত্রিবিধ কাষ-দুর্কর্ম এবং চতুর্বিধ বাক্-দুর্কর্ম করলে বা করলে তাতে পাপকর্ম করা হয় না এবং দান, সেবা ও শীল পালনাদি করলে পুণ্যকর্ম করা হয় না। অর্থাৎ জগতে পাপপুণ্য কোনও কর্ম নেই এরূপ বিশ্বাস করার নাম ‘অক্রিয়াদৃষ্টি’। বুদ্ধের সময়ে এটা ছিল লোক-শিক্ষক পূরণ কণ্ঠ্যের মতবাদ।

২. (i) দীন-দুঃখীকে দানে ফল নেই, (ii) যজ্ঞে বা নিমন্ত্রণ করে দান দিলে ফল নেই, (iii) হোমে বা গুরুজন ও শীলবান সং পুরুষকে দানে ও সেবায় ফল নেই, (iv) সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের বিপাক নেই, (v) ইহলোক নেই (পরলোকবাসীর জ্ঞা), (vi) পরলোক নেই অর্থাৎ ব্রহ্মলোক ও স্বর্গ-নরকাদি নেই, (vii + viii) মাতাপিতা নেই, অর্থাৎ মহোপকারী মাতাপিতাকে দানে ও সেবায় ফল নেই, (ix) ঔপপাতিক সত্তা নেই, অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণকারী সত্তা নেই বা পুনর্জন্ম নেই, (x) জগতে এমন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই যিনি ইহ-পরলোক অভিজ্ঞায় স্বয়ং সাক্ষাৎ করে বলতে সক্ষম। এ সবার দ্বারা কর্মফলকে অস্বীকার করা হয়। এ কারণে উক্তরূপ বিশ্বাসকে ‘নাস্তিকদৃষ্টি’ বলা হয়। বুদ্ধের সময়ে এটা ছিল লোকশিক্ষক অজিত কেশকম্বলীর মতবাদ।

৩ শুভাশুভ কর্মের দ্বারা প্রাণী শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হয় না। বিনা হেতুতে বিনা কারণে সংসারে কেবল পুনঃ পুনঃ জন্মের দ্বারাই সত্তা শুদ্ধ হয়। এরূপ বিশ্বাস করার নাম ‘অহেতুকদৃষ্টি’। বুদ্ধের সময়ে এটা ছিল লোকশিক্ষক মঙ্গলি গোশালের মতবাদ।

কোন কোন ধর্মে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকে ‘নাস্তিক’ বলা হয় । বৌদ্ধশাস্ত্রে কিন্তু নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকেই ‘নাস্তিক’ বলা হয় ।

দীর্ঘ নিকায়ের ‘শ্রামণ্যফল’ সূত্রের অর্থকথায় বলা হয়েছে— ‘অক্রিয়াদৃষ্টি’ কর্মকে, ‘নাস্তিকদৃষ্টি’ ফলকে এবং ‘অহেতুক দৃষ্টি’ উভয়কে বাদ দেয় । কর্মকে বাদ দিলে ফলও বাদ পড়ে ; কারণ কর্মের অভাবে ফলের উৎপত্তি অসম্ভব । ফলকে বাদ দিলে কর্মও বাদ পড়ে ; কারণ ফলের অভাবে কর্ম নিরর্থক । অতএব যে-কোন নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অক্রিয়া, নাস্তিক ও অহেতুক দৃষ্টযুক্ত ।

টীকায় বলা হয়েছে—এই মিথ্যা ধারণার বিষয় পুনঃ পুনঃ পাঠে, আলোচনায় ও চিন্তনে চিত্ত-বীথির গুপ্ত জবন অতিক্রান্ত হলে বুদ্ধাদি কোন মহাপুরুষই তাকে নরক-পতন হতে রক্ষা করতে পারেন না । চিত্ত-বীথির জবন নামক চিত্ত ক্ষণগুলিকেই বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘চেতনা’ বা কর্ম বলা হয় ।

বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চ অন্তরায়কর ধর্মের মধ্যে নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিকে ‘ক্লেশ-অন্তরায়কর’ ধর্ম বলা হয়েছে । অর্থকথায় বলা হয়েছে—যা স্বর্গ ও মোক্ষলাভের অন্তরায় সৃষ্টি করে তা ‘অন্তরায়কর ধর্ম’ ।

বুদ্ধ বলেছেন—“ভিক্ষুগণ ! মিথ্যাদৃষ্টির মত মহাদোষযুক্ত আমি একটি ধর্মও দেখছি না । অনিষ্টকারক সর্বধর্মের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টিই প্রধান—অঙ্গুত্তর নিকায় ।

অর্থকথায় বলা হয়েছে—মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা অর্হংহত্যা, দ্বৈষ-চিন্তে বুদ্ধদেহ হতে রক্তপাত এবং সংঘভেদ এই পাঁচ কর্মান্তরায়কর

ধর্মের মধ্যে যে কোন একটি কারো দ্বারা সম্পাদিত হলে মৃত্যুর পর তাকে একান্তই নরকে পতিত হতে হয়। এরা অকুশল ‘গুরুকর্ম’। তাই মৃত্যুর পর কোন পুণ্য কর্মই তাকে নরক-পতন হতে রক্ষা করতে পারে না। এজন্য এদের আত্মিক কর্মও বলা হয়। সংঘভেদকে এক কল্পকাল নরকে অবস্থান করতে হলেও তাদের সবার দুঃখভোগ-কালের সীমা নেই। কল্পবিনাশে জনসংঘ যখন ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তি তখন তার কর্ম বিপাকে কোন শূণ্যস্থানে অবস্থান করে দগ্ধ হতে থাকে।

জগতে সাধারণতঃ দীন ও ধনীভেদে দ্বিবিধ দুর্বল ব্যক্তি বিদ্যমান। দরিদ্ররা প্রয়োজনানুরূপ ভাল খাদ্য খেতে পায় না বলে যেমন দুর্বল, ধনীদের যারা প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাল খাদ্য খেয়ে অজীর্ণাদি রোগে আক্রান্ত, তারা অধিকতর দুর্বল। দরিদ্র দুর্বলদের পক্ষে ভাল খাদ্য অমৃতের মত কাজ করে, আর ধনী দুর্বলদের পক্ষে তা বিষক্রিয়া করে থাকে।

উক্ত দ্বিবিধ দুর্বলের ন্যায় জগতে অশিক্ষিত ও শিক্ষিতভেদে দ্বিবিধ মূখ’ বিদ্যমান। যারা অশিক্ষিত, সদ্ধর্ম আলোচনা শুনে না, সদ্গ্রন্থ পাঠ করে না, জ্ঞানী হতে দূরে মূখ’ পরিবেশে অবস্থান করে তারা মূখ’ হয়।

জ্ঞানী হবার প্রধান উপায় সংশিক্ষা। জ্ঞানী হবার জন্য ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে পড়ে। তাদের অনেকে ডিগ্রীর অধিকারী হলেও জ্ঞানী হতে পারে না। সে সত্য প্রকাশ করতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক যুবক সভায় বলেছেন—“আমরা জ্ঞান সাধনা ছেড়ে দিয়েছি। জ্ঞান ও আমাদের ছেড়ে পালিয়েছে। আমরা সাধনা করি ডিগ্রীর। সাধনা যেখানে ডিগ্রী, সিদ্ধি সেখানে চাকরি।”

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“বহু ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, ডিগ্রীও পায়,
কিন্তু বিদ্যা পায় না।”

মহাত্মা গান্ধী এক যুবক সভায় বলেছেন—“Your education is absolutely worthless if it not built on the solid foundation of truth and purity. If you are not careful about the personal purity of your lives, then I shall tell you that you are lost although you may become perfect finished scholars.”—তোমাদের শিক্ষা যদি সত্য ও পবিত্রতার নিরেট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা সম্পূর্ণই ব্যর্থ। যদি তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতার প্রতি সতর্ক না থাক, তোমরা বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত হলেও আমি বলব তোমরা বিনষ্ট হয়েছ।

বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ বলেছেন—“দরিদ্রকে আলো দাও। ধনীকে অধিকতর আলো দাও। কারণ দরিদ্র হতে ধনীর আলোর প্রয়োজন বেশী। অবোধকে আলো দাও। শিক্ষিতকে অধিকতর আলো দাও ; কারণ আধুনিক শিক্ষিতের শূণ্যগর্ভ অহমিকা অতি ভয়ঙ্কর।”

তীক্ষ্ণ জ্ঞানদৃষ্টি বিনা কেবল ডিগ্রী লাভের জ্ঞান বা স্বাদ গ্রহণের জ্ঞান জ্ঞানমূলক বই পড়লে তাতে যে অনিষ্ট হয়, সে সত্য প্রকাশ করতে পোপ বলেছেন—

“A little learning is a dangerous thing ;
Drink deep or taste not the pierian spring.
Their shallow draughts intoxicate the brain ;
And drinking largely sobers us again.”

—অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী । স্বর্গীয় সুখা গভীরভাবে পান কর, নতুবা স্বাদ নিও না । তার ছিটে ফোঁটা পানে মাথা ঘোরায ! কিন্তু অধিক পানে শাস্তি আনে ।

নানাপ্রকার ভাল খাদ্য কিছু কিছু খেয়ে হজম শক্তি হারায়ে অজীর্ণাদি রোগাক্রান্ত ধনীব্যক্তি যেমন বেশী দুর্বল হয়ে যায়, তেমন নানা ভাল বই কিছু কিছু পড়ে শ্রদ্ধাশক্তি হারায়ে ডিগ্রীধারী শিক্ষিত ব্যক্তিও বেশী মুখ' হয়ে যায় । তাদের অনেকে নিজেদের মুখ'তা বুঝতে না পেরে, নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করে তেমন মুখ'কে লক্ষ্য করে বৃদ্ধ বলেছেন—

১. “যো বালো মঞ্ৎঞতি বাল্যং পণ্ডিতো বাপি তেন সো ;
বালো চ পণ্ডিতমানী স বে বালোতি বুচ্চতি ।”

—ধম্মপদ ৪।৫

—যে মুখ' নিজের মুখ'তা জানে, সে তজ্জ্ঞ ও পণ্ডিত । পণ্ডিতমানী মুখ'ই প্রকৃত মুখ' ।

২. “যাবদেব অনথায় ঞ্জত্তং বালস্স জায়তি ;
হন্তি বালস্স সুক্কংসং মুক্কমস্স বিপাতয়ং ।”

—ধম্মপদ ১৩।৫

—মুখের শ্রুতিজ্ঞান মুখের অনর্থের জন্মই উৎপন্ন হয় । তা তার শুক্লাংশ বিনাশ করে তার মস্তক বিদীর্ণ করে থাকে ।

বিভিন্ন অর্থকথায় বলা হয়েছে—তেমন ব্যক্তির শ্রদ্ধাঙ্গদ্রিয় অধিমোক্ষ-

কৃত্য, বীৰ্য্যেন্দ্রিয় প্রগ্রহকৃত্য, স্মৃতীেন্দ্রিয় উপস্থান-কৃত্য, সমাধীেন্দ্রিয় অবিক্ষেপকৃত্য এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দর্শন-কৃত্য সম্পাদন করতে পারে না বলে তাদৃশ ব্যক্তি মূখ' হয়। ভৈষজ্য-সমুৎপন্ন রোগের মত তার মূখ'তা বিদূরণ দুঃসাধ্য হয়।

রাজর্ষি ভর্তৃহরি বলেছেন—

১. “অজ্ঞঃ সুখমারাধ্য সুখতরমারাধ্যাতে বিশেষজ্ঞঃ ;
জ্ঞানলব-তুর্বিদগ্নঃ ব্রহ্মা পি নরং ন রঞ্জয়তি ।,”

—অজ্ঞকে সুখে এবং বিশেষজ্ঞকে অধিকতর সুখে শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু যে জ্ঞানের ছিটে-ফোঁটা পেয়েছে, ব্রহ্মা ও তাকে শিক্ষা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেন না।

২. “শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভূক্, ছত্রেন সূর্য্যোতপো ;
নাগেন্দ্রো নিশিতাক্ষুশেন সমদো, দণ্ডেন গৌর্গর্দভঃ ।
ব্যাধির্ভৈষজ্য সংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্রৈঃ প্রয়োগৈর্বিষঃ
সর্বসৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূখ'স্ত নাস্তৌষধম্ ।”

জ্ঞানের দ্বারা অগ্নি, ছত্রের দ্বারা সূর্য্যোতাপ, শাণিত অক্ষুশের দ্বারা মদমত্ত হস্তি, দণ্ডের দ্বারা গো-গর্দভ, ভৈষজ্য সংগ্রহ করে ব্যাধি এবং বিবিধ মন্ত্র প্রয়োগে বিষকে বারণ করা যায়। শাস্ত্রবিহিত সব কিছুই ঔষধ আছে ; কিন্তু মূখ'র কোন ঔষধ নেই।

অন্যস্থানে বলা হয়েছে—“মূখ'স্ত লাঠৌষধম্”—মূখ'র ঔষধ লাঠি।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলে একাকী থাকতে পারে না। মনীষী বেকন বলেছেন—“A man is a social being. He cannot live alone. Who lives alone is a god or a dog.”
মানুষ সামাজিক প্রাণী। সে একাকী বাস করতে পারে না। যে একাকী বাস করে সে দেবতা নতুবা পশু। সাধু-সন্ন্যাসীরা একাকী বাস করেন, তারা মানুষের উর্দ্ধে দেব-সদৃশ। আর মানুষের অধম পশু সদৃশ ডাকাত প্রভৃতি একাকী বাস করে।

মানবজীবনে সঙ্গীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তাই বিচার করে সঙ্গী নির্বাচন করা উচিত। বুদ্ধ বলেছেন—

“নিহীযতি পুরিসো নিহীনসেবী ; ন চ হায্যতি কদাচি তুল্যসেবী ।
সেট্ঠং উন্নমং উপেতি থিগ্গং ; তন্মা অন্তনো উত্তরিং ভজ্জেথ ।”

—ধম্মপদ ।

—হীন সেবীদের হীনতা প্রাপ্তি হয়। সমান সেবীদের পরিহানি হয় না। শ্রেষ্ঠসেবীর শীঘ্রই উন্নতি হয়। তদ্ব্যতীত নিজ হতে শ্রেষ্ঠের সঙ্গ করবে।

“সাধু দস্‌সনমরিয়ানং সন্নিবাসো সদা সুখো ;
অদস্‌সনেন বালানং নিচ্চম্বেব সুখী সিয়্যা ।
বালসঙ্গতচারী হি দীঘমদ্ধানং সোচতি ;
তুকেখা বালেহি সংবাসো অমিত্তেনেব সস্বদা ;
ধীরো চ সুখসংবাসো ঐতীনিং'ব সমাগমো ।”

—ধম্মপদ ।

—আর্যগণের দর্শন শুভ । তাঁদের সঙ্গবাস সদা সুখপ্রদ । মুখ'দের
অদর্শনে মানুষ নিত্যই সুখে থাকে । মুখ' সংসর্গকারীকে দীর্ঘকাল
অনুশোচনা করতে হয় । মুখের সহবাস শত্রুর সঙ্গে বাসের মত সদা
দুঃখপ্রদ এবং পণ্ডিতের সহবাস আত্মীয়-সম্মেলনের মত সুখাবহ হয়ে
থাকে ।

বুদ্ধ আরও বলেছেন—“নাহং ভিক্ষবে অঞ্‌ঞং এবং ধম্মাঙ্গি
সমন্নুপস্‌সামি, যং এবং মহতো অহিতায়, মহতো অনথায়, মহতো দুঃখায়
সংবত্ততি—যথিদং ভিক্ষবে পাপমিত্ততা ।” —অঙ্গুত্তর নিকায়ে ।

—ভিক্ষুগণ ! পাপী মুখ' সংসর্গের মত মহা অহিত, মহা-অনর্থ ও
মহাদুঃখ প্রদায়ক আমি জগতে কিছুই দেখছি না ।

মুখ' সংসর্গ ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, সুস্বাস্থ্য, প্রিয় আপনজন প্রভৃতি
ইহলৌকিক সর্ব সুখ শাস্তি বিনাশ করে দেবতুল্য মানবকে ও নরকের
কীটে পরিণত করে । তা পুণ্যবানের মার্গফল লাভের হেতুও বিনাশ
করে থাকে । বুদ্ধের নিকট 'শ্রামণ্যফল' সূত্র শ্রবণ করে মগধরাজ
অজাতশত্রুর শ্রোতাপন্ন হবার হেতু ছিল । দেবদত্তের সংসর্গে তা বিনাশ
প্রাপ্ত হয় ।

তদ্বৈতু বলা হয়েছে—

“বালং ন পস্‌স ন সুণে ন চ বালেন সংবসে ;
বালেন অল্লাপ-সল্লাপং ন করে ন চ রোচয়ে ।”

—মুখের সঙ্গে বাস করবে না, তার সঙ্গে কথা বলবে না, তার কথা শুনবে না, তাকে দেখবে না, তার সঙ্গে ঐ সব করবার ইচ্ছাও উৎপন্ন করবে না।

মুখের উপকার করলে তার জন্ম বেশী দুঃখ ভোগ করতে হয় তাই বলা হয়েছে—

“নিচ্ছং খীরোদপানেন বদ্ভিতো’সীবিসো যথা ;

বিসং ব পরিবত্তেস্তি এবং বালুপসেবনা।”

—নিত্য ক্ষীরোদক দিয়ে বিধাত্ত সর্পকে বর্জন করলে যেমন তার দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তেমন মুখের উপকার করলে তার দ্বারা বেশী দুঃখ ভোগ করতে হয়।

“তস্মা অকল্যাণজনং আসীবিসমিবোরগং ;

আরকা পরিবজ্জ্য ভূতিকামো বিক্খনো।”

—তদ্বৎ ইহ-পারলৌকিক মঙ্গলকামী ব্যক্তির তীক্ষ্ণ-বিষ সর্পের আয় দূর হতেই মুখের বর্জন করা উচিত।

বিশ্বের সবাই মুখের বর্জন করে সুখী হোক।

—০—

ধর্ম ও ধর্মাক্রতা

১

ভগবান বুদ্ধসহ বিশ্বের বহু মনীষী মানবের দুঃখমুক্তির যে উপায় উদ্ভাবন করেছেন তাকেই সাধারণতঃ ধর্ম বলা হয়। উক্ত মনীষীদের জ্ঞান, দেশ, কাল ও পাত্রের বিভিন্নতা হেতু তাঁদের আবিষ্কৃত ধর্ম এবং ধর্মীয় আচারের মধ্যে স্বভাবতই বহু পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য-হেতু ধর্ম ও ধর্মীয় আচার নিয়ে মানুষের মধ্যে বাদ-বিবাদ, মনোমালিগ্ন, মারামারি এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহ বহু হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তার কারণ ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাববশতঃ ধর্মাক্রতা। গভীর গবেষণা ব্যতীত গল্প-সাহিত্য পাঠের দ্বারা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন জনিত ভাষা ভাষা জ্ঞানে ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। ঐ বিষয়ে যথাভূত জ্ঞান-লাভের অভাবে ধর্মাক্রতা (মোহ) প্রবল হয়। এই ধর্মাক্রতাই সর্ব-অনিষ্টের হেতু। ঐতিহাসিকগণ বলেন—ধর্মযুদ্ধে পৃথিবীর যে বিরাট সম্পত্তি ও মানবের ধ্বংস হয়েছে, অথচ কোন যুদ্ধে তেমন হয় নি।

২

বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় স্বাখ্যাৎ—সুন্দর ও পরিপূর্ণতারূপে ব্যাখ্যাৎ। এই ধর্ম ও বিনয় এক একটি ক্রম-গভীর সমুদ্রের মত গভীর ও বিস্তৃত।

২১

বিনয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিনয়ের ক্রম-গভীর ও বিস্তৃত ধারা দেখে বিস্মিত হন। তেমন ধর্মশাস্ত্রে যারা অভিজ্ঞ, তাঁরাও ধর্মের ক্রম-গভীরতা ও সম্যক বিশ্লেষণ দেখে আনন্দে অভিভূত হন।

এই ধর্ম-বিনয়ের মধ্যে বিনয় হচ্ছে প্রধানতঃ কায়-বাক্ সংযম ; অর্থাৎ শীল ও আচারশুদ্ধতা। বিনয়ের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করলে বুদ্ধদের নীতি আপত্তি প্রজ্ঞাপ্ত করা। বিনয়ের শিক্ষাপদ সতর হাজার কোটি, পঞ্চাশ লক্ষ ছত্রিশটি। অতএব আপত্তিও ততটি। এত শিক্ষাপদ পূরণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। বিনয়-শাস্ত্রের পরিপূর্ণতার জ্ঞান তার প্রজ্ঞাপ্তি মাত্র। এ শিক্ষাপদগুলি কেবল ভিক্ষুর জ্ঞানই প্রজ্ঞাপ্ত বলে শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে অর্হৎ ভিক্ষুর ও আপত্তি হয়, বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, শ্রামণ ও গৃহীদের হয় না।

পরিনির্বাণ সময়ে বুদ্ধ বলেছিলেন—“সংঘ ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলি বাদ দেবে।” বুদ্ধের বলা সত্ত্বেও সঙ্গীতিতে সংঘ কোনও শিক্ষাপদ বাদ দেন নি। সমাধি লাভের জ্ঞান এত শিক্ষাপদ পালনের প্রয়োজন না হলেও ঐগুলি সৌম্যভাব প্রকাশক। ঐগুলি ত্যাগ করে বিনয়শাস্ত্রকে অঙ্গহীন ও সংকীর্ণ করা সংঘ সঙ্গত মনে করেন নি।

শিক্ষাপদ ও আপত্তি সম্বন্ধে যথাভূত জ্ঞানের অভাবে আপত্তিকে পাপ মনে করে কেহ কেহ ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হয়। পাপজনক শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে ভিক্ষুর পাপও হয় এবং আপত্তি ও হয় ; গৃহীর কেবল পাপ হয়—যেমন প্রাণিহত্যা করায়। পুণ্যজনক শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে ভিক্ষুর পুণ্য হয় এবং আপত্তি ও হয় ; গৃহীর পুণ্য হয়—যেমন পুরুষহীন

ধর্মসভায় নারীদের ধর্মদেশনায়। পাপ-পুণ্যহীন শিক্ষাপদ লজ্জনে ভিক্ষুর আপত্তি হয় এবং ভিক্ষু ও গৃহী কারো পাপপুণ্য হয় না—যেমন উদ্ভিদ ছেদনে।

বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে ধর্মাস্ত্র অজ্ঞরা সারকে বাদ দিয়ে অসার আচারকে শ্রেষ্ঠ মনে করে যত প্রকার বাদ-বিবাদ, লাটাল্যাঠি ও বিভেদের সৃষ্টি করে নিজের, সমাজের ও বুদ্ধশাসনের মহাক্ষতি করে এসেছে ও করছে।

৩

বুদ্ধ বলেছেন—“যে-সব ভিক্ষু ধর্ম-বিনয়ের অর্থ (উপকারীতা) ও ধর্ম (উদ্দেশ্য) বাদ দিয়ে কেবল অক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে ; তারা বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখ, বহুজনের অনর্থ এবং দেব-মানবের অহিত ও দুঃখ উৎপাদন করে থাকে। এতে তারা বহু পাপ সঞ্চয় করে এবং এই সন্ধর্মের অন্তর্ধান করে থাকে।” —অঙ্গুত্তর নিকায়।

‘অলগদুপম’ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন—ধর্ম-বিনয় বিষধর সর্পতুল্য। বিষধর সর্পকে যোগ্যস্থানে ধরতে পারলে তার সাহায্যে বহু অর্থ অর্জন করে সুখে জীবন যাপন করা যায়। যদি অস্থানে ধরে তার দংশনে মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য দুঃখ ভোগ করতে হয়। সেরূপ ধর্ম-বিনয়কে যথাযথ গ্রহণ করতে পারলে ভব-সুখ ও বিভব-সুখ লাভ হয় ; আর বিপরীত ভাবে গ্রহণ করলে নিজের ও পরের মহা অমঙ্গল হয়।’ —মধ্যম নিকায়।

‘কুল্লুপম’ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন—ধর্ম-বিনয় ভেলাসদৃশ। নদী পার হবার জন্যই ভেলার প্রয়োজন। তেমন ভবনদী অতিক্রম করার জন্য

ধর্ম-বিনয়ের প্রয়োজন। তাদের একটিকেও আঁকড়িয়ে ধরে থাকবার জ্ঞান নয়।
—মধ্যম নিকায়।

‘কালাম’ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন—জনশ্রুতিতে, পুরুষপরম্পরা-আগত বলে, অন্ধ ভক্তি-বিশ্বাসে, তর্ক সম্মত বলে, প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীর মত বলে, নিজের গুরু বলেছেন বলে, এমন কি নিজের মতের সঙ্গে মিল আছে বলেও কোন ধর্ম (মতবাদ) গ্রহণ করবে না। যা অকুশল সদোষ এবং বিজ্ঞানিনিদিত, যার সেবায় নিজের ও পরের অহিত ও দুঃখ বর্ধিত হয় বলে বিচার-বুদ্ধিতে জানা যায়, তা বর্জনীয় এবং তদ্বিপরীতই সেবনীয়।

—মধ্যম নিকায়।

বুদ্ধ এও বলেছেন—

“তাপচ্ছেদচ্চ নিকর্ষাৎ সুবর্ণমিব পণ্ডিতঃ

পরীক্ষ্য ভিক্ষবো গ্রাহ্যম্ মদ্বচো ন তু গৌরবাৎ।”

—ভিক্ষুগণ! পণ্ডিত যেমন সোনাকে অগ্নিতে দগ্ধ করে, অস্ত্রে ছেদন করে এবং কষ্টি-পাথরে ঘর্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করে গ্রহণ করে, তোমরাও আমার বাক্যকে তেমন ভাবে পরীক্ষা করেই গ্রহণ করবে—আমার প্রতি গৌরববশতঃ নহে।

শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—“বেজ্জো বিষ্য বুদ্ধো, ভেসজ্জং বিষয় ধম্মো, রোগমুক্তো বিষয় সংঘো”—বৈদ্যের মত বুদ্ধ, ভৈষজ্যের মত ধর্ম এবং রোগমুক্ত রোগীর মত সংঘ।

একই ঔষধ এবং খাদ্য একজনের পক্ষে অপকারী হলেও অন্যের

পক্ষে তা উপকারী হয়ে থাকে। এমন কি একই ব্যক্তির পক্ষে এক সময় যা অপকারী, অল্প সময় তা উপকারী হয়ে থাকে। সেরূপ বুদ্ধ-প্রজ্ঞাপু শিক্ষাপদ সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য।

‘সেবিতব্য অসেবিতব্য’ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন—যার সেবায় মঙ্গল হয় তা সেবা, তদ্বিপরীত অসেবা। —মধ্যম নিকায়।

বিপুল শিক্ষাপদ ও আপত্তি-ভয়ে ভীত এক ভিক্ষুকে বুদ্ধ এক চিত্ত শীল এবং অগ্নকে কায়-বাক্-চিত্ত এ তিন শীল পালন করতে বলেন ঐ শীল পালন করে ভাবনা দ্বারা তাঁরা উভয়ই অর্হৎ হন। —জাতক।

সমাধি লাভের জন্য বিনয়ের এই বিপুল নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয় না বলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও সমাধি লাভ করেন এবং এ সব শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তির পূর্বেও ভিক্ষুগণ সমাধি এবং মার্গফল সাক্ষাৎ করেছেন। এসব শিক্ষাপদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকগণও সমাধি এবং মার্গফল সাক্ষাৎ করেছেন, তার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান।

8

ধর্ম-বিনয় পালনের শেষ ফল হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তি। সব ভিক্ষুর যোগ্যতা এবং লক্ষ্য সমান নয় বলে সবার কর্মও সমান হতে পারে না। যাঁরা বুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক ও মহাশ্রাবকদের শ্রায় মহৎ হয়ে নির্বাণ প্রাপ্তি ইচ্ছা করেন, তাঁরা মুক্তিমার্গ বাদ দিয়ে জনহিতের মাধ্যমে পারমিতা পূর্ণ করবেন—এটাই তো স্বাভাবিক। মহাযানী ভিক্ষুগণ

বিনয়ের বহু শিক্ষাপদের প্রতি উপেক্ষক হয়ে ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

মহাযানী ভিক্ষুদের দ্বারাই বিশ্ব প্রসিদ্ধ নালন্দা, বিক্রমশিলা এবং ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ভিক্ষুরাই সুপ্রসিদ্ধ অজন্তা, ইলোরা ও নাসিক প্রভৃতি পর্বতগুহা নির্মাণ করেন। তাঁদের মধ্যে অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিগ্‌নাগ, নাগাজুন, ধর্মপাল, ধর্মকীর্তি এবং অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। মহাযানী ভিক্ষুরাই বিশেষতঃ মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া ও তিব্বত প্রভৃতি দেশে এ সঙ্ঘের প্রচার ও প্রসার করেন।

বিদর্শনাচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজী প্রবর্তিত ‘বিপশ্যনা’ (হিন্দি) মাসিক পত্রিকা হতে জানা যায়, শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর ‘বিদর্শন শিক্ষা-কেন্দ্র’ বিদ্যমান। ১৯৯৪-র মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে—নবনিযুক্ত আচার্য, উপাচার্য, প্রধান সহায়ক আচার্য, সহায়ক আচার্য ও কনিষ্ঠ সহায়ক আচার্যের সংখ্যা ১২১ জন। তার মধ্যে ভিক্ষু আচার্য মাত্র ১ জন। বিনয়ের বন্ধনমুক্ত গৃহী গোয়েঙ্কাজী সার বৌদ্ধধর্ম জগতে যেমন প্রচার ও প্রসার করেছেন ও করছেন, কোনও হীনযানী (খেরবাদী) ভিক্ষু আজ পর্যন্ত তেমন করতে পেরেছেন বলে জানা নেই।

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন—“মহাযানের উদার শিক্ষা আর তার চেয়ে বেশী বসুবন্ধু ও দিগ্‌নাগের ‘প্রমাণশাস্ত্র’ মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করেছে।”

—বিশ্বতযাত্রী, পৃ: ৬৭

পক্ষে তা উপকারী হয়ে থাকে। এমন কি একই ব্যক্তির পক্ষে এক সময় যা অপকারী, অন্য সময় তা উপকারী হয়ে থাকে। সেরূপ বুদ্ধ-প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য।

‘সেবিতব্য অসেবিতব্য’ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন—যার সেবায় মঙ্গল হয় তা সেবা, তদ্বিপরীত অসেবা। —মধ্যম নিকায়।

বিপুল শিক্ষাপদ ও আপত্তি-ভয়ে ভীত এক ভিক্ষুকে বুদ্ধ এক চিত্ত শীল এবং অগ্রকে কায়-বাক্-চিত্ত এ তিন শীল পালন করতে বলেন ঐ শীল পালন করে ভাবনা দ্বারা তাঁরা উভয়ই অর্হৎ হন। —জাতক।

সমাধি লাভের জন্ত বিনয়ের এই বিপুল নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয় না বলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও সমাধি লাভ করেন এবং এ সব শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তির পূর্বেও ভিক্ষুগণ সমাধি এবং মার্গফল সাক্ষাৎ করেছেন। এসব শিক্ষাপদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকগণও সমাধি এবং মার্গফল সাক্ষাৎ করেছেন, তার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান।

8

ধর্ম-বিনয় পালনের শেষ ফল হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তি। সব ভিক্ষুর যোগ্যতা এবং লক্ষ্য সমান নয় বলে সবার কর্মও সমান হতে পারে না। যারা বুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক ও মহাশ্রাবকদের স্থায় মহৎ হয়ে নির্বাণ প্রাপ্তি ইচ্ছা করেন, তাঁরা মুক্তিমার্গ বাদ দিয়ে জনহিতের মাধ্যমে পরমিতা পূর্ণ করবেন—এটাই তো স্বাভাবিক। মহাযানী ভিক্ষুগণ

বিনয়ের বহু শিক্ষাপদের প্রতি উপেক্ষক হয়ে ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

মহাযানী ভিক্ষুদের দ্বারাই বিশ্ব প্রসিদ্ধ নালন্দা, বিক্রমশিলা এবং ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ভিক্ষুরাই সুপ্রসিদ্ধ অজন্তা, ইলোরা ও নাসিক প্রভৃতি পর্বতগুহা নির্মাণ করেন। তাঁদের মধ্যে অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিগ্‌নাগ, নাগাজুন, ধর্মপাল, ধর্মকীর্তি এবং অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। মহাযানী ভিক্ষুরাই বিশেষতঃ মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া ও তিব্বত প্রভৃতি দেশে এ সঙ্ঘের প্রচার ও প্রসার করেন।

বিদর্শনাচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজী প্রবর্তিত ‘বিপশ্যনা’ (হিন্দি) মাসিক পত্রিকা হতে জানা যায়, শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর ‘বিদর্শন শিক্ষা-কেন্দ্র’ বিদ্যমান। ১৯৯৪-র মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে—নবনিযুক্ত আচার্য, উপাচার্য, প্রধান সহায়ক আচার্য, সহায়ক আচার্য ও কনিষ্ঠ সহায়ক আচার্যের সংখ্যা ১২১ জন। তার মধ্যে ভিক্ষু আচার্য মাত্র ১ জন। বিনয়ের বন্ধনমুক্ত গৃহী গোয়েঙ্কাজী সার বৌদ্ধধর্ম জগতে যেমন প্রচার ও প্রসার করেছেন ও করছেন, কোনও হীনযানী (খেরবাদী) ভিক্ষু আজ পর্যন্ত তেমন করতে পেরেছেন বলে জানা নেই।

মহাপণ্ডিত রাল্ফ সাংকৃত্যায়ন বলেছেন—“মহাযানের উদার শিক্ষা আর তার চেয়ে বেশী বসুবন্ধু ও দিগ্‌নাগের ‘প্রমাণশাস্ত্র’ মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করেছে।”

—বিশ্বতযাত্রী, পৃ: ৬৭

“যারা শুধু অন্তর দোষ দেখে তারা নিজেরাই জ্বলে মরে। শাস্ত্র অধ্যয়নে মানুষের চোখ খুলে যায়। কিন্তু তার কূপমণ্ডুকতা দূর করতে হলে দেশ-পর্যটনও দরকার। দেশ আর কালের সঙ্গে পরিচয় হলে পৃথিবীর পরিবর্তনের ধারাটিও জানা যায়।”
—ঐ পৃ: ৬৮

“মানুষ যতই দেশ ভ্রমণ করে, ততই তার জ্ঞানক্ষেত্র প্রসারিত হয়
—জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।”
—পৃ: ১৯৫

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সদ্ধর্ম-প্রচারক, বহু গ্রন্থ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নারদথের বলেছেন—“A Buddhist is neither a slave to a book nor to any, individual. Without sacrificing his freedom of thoughts, he exercises his own free will and develops his wisdom even to the extent of becoming a Buddha” —Buddhism in a Nutshell.

কোনও বৌদ্ধ কোন পুস্তক বা ব্যক্তির ক্রীতদাস নয়। তিনি তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা ত্যাগ না করে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছানুসারে এমন কি বুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রজ্ঞাসাধনায় নিরত থাকেন।

প্রফেসর বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন—“মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্ববাদী (micchaditthika) সন্ধিঞ্চ চিত্ত (amara-vikkhepika) এবং নিয়মবাদী (venayika) এই তিন প্রকারের ব্যক্তি বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অযোগ্য,।”

—ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব, পৃ: ১১১।

“বুদ্ধের ‘এহি পস্‌স’র মধ্যে তাঁহার উপদেশ এই যে—অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি ব্যতীত কোন নির্দেশ পালনীয় নহে—পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা গ্রহণীয়।” —ঐ পৃ: ১১৩।

“বুদ্ধের এমন কোন নীতি ছিল না, যাহা প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তনকে অস্বীকার করিয়াছে।” —পৃ: ১১৪।

প্রসিদ্ধ ভারতীয় দার্শনিক সার্ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—“If Buddhism appealed to the modern mind it was because, it was scientific, empirical and not based on any dogma.”—বৌদ্ধধর্ম’ যে আধুনিক মনে স্থান পেয়েছে, তার কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক, অভিজ্ঞতা-প্রসূত এবং কোনও মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক H.G. wells বলেছেন—“Buddhism has done more for the advance of the world civilization and true culture than any other influences in the chronicles of mankind.”—মানব ইতিহাসে দেখা যায়, অন্য সকল শক্তির চেয়ে বৌদ্ধধর্ম’ বিশ্ব সভ্যতা ও প্রকৃত সংস্কৃতিকে অধিকতর এগিয়ে দিয়েছে।

Sri Edwin Arnold বলেছেন—“Buddhism is the greatest manifestation of human freedom ever proclaimed.”—অদ্যাবধি প্রচারিত মানব স্বাধীনতার মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম’ই সর্বোত্তম।

“ধর্ম’ হল বন্ধ জলাশয়ের মত। ধর্ম যেন মানুষকে বন্ধি করে রেখেছে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি পেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এই মুক্তি-পথের হৃদিস পেয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের মধ্যে।”

—যুগান্তর ৮।৫।৯০

৫

বিশ্বের ঈশ্বরমূলক ধর্মগুলি মানবের মঙ্গল ও দুঃখমুক্তির জন্য ঈশ্বরকে ভজনা করবার জন্য উপদেশ দেয়। কারণ ঈশ্বরের কৃপা না হলে কারো উন্নতি এবং দুঃখমুক্তি সম্ভব নয়। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম’ কিন্তু নিজের প্রজ্ঞাবলে সত্যাসত্য জেনে সত্যপথে বীর্যবলে বাধার পর বাধা অতিক্রম করে উন্নতি-শিখরে আরোহণ করবার জন্য প্রেরণা দেয় এবং তাতেই দুঃখমুক্তি লাভ হয়। এ ধর্ম’ প্রজ্ঞা ও বীর্য-প্রধান। তাই প্রাজ্ঞ এবং বীর না হলে প্রকৃত বৌদ্ধ হওয়া যায় না। কার্যক্ষেত্রে বীর্যের প্রয়োজনীয়তা বেশী বলে ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম’ বীর্যের স্থান সর্বোচ্চে। অতএব বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হয়তঃ সব কিছু ত্যাগ করে নির্জনে মার-সেনার সহিত কঠিন দুর্জয় সাধন-সময়ে অবতীর্ণ হতে হবে; নতুবা যোগাতানুসারে আত্ম-পরহিত সম্পাদনে কর্ম-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। খাওয়া, শোওয়া এবং হীন লোকের সাথে হীন ‘তিরচ্ছান’ কথায় জীবন পাত করা বিজ্ঞানিন্দিত স্থগিত জীবন মাত্র। বৌদ্ধধর্ম’ প্রাজ্ঞ ও বীরের ধর্ম’ বলে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে অধিকাংশ বিশ্ববাসীই ধর্ম’ বৌদ্ধ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

“উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগত ভক্তি-প্রণত চরণে তাঁর।”

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বিশ্ববাসীকে দুঃখমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে সর্বজনকাম্য রাজসুখ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে কঠোর সাধনায় দুঃখমুক্তির ধর্ম আবিষ্কার করেন। তাই এ ধর্ম মৈত্রী ও করুণামূলক। এ কারণে এ ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে একবিন্দু নরশোণিতে ধরণী কখনও কলঙ্কিত হয় নি এবং একবিন্দু পশুরক্তে বুদ্ধের পবিত্র ধর্মমন্দির কখনো অপবিত্র হয় নি।

৬

ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ—

১. ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তার ঘটনায় ও অবস্থায় এতই ভিন্ন হতে পারে যে ভালমন্দের সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দিলে অনেক সময় সেটা নিয়মই হয়—ধর্ম হয় না। —বিচিত্রা, পৃ: ৬৭৫

২. আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতে হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে, মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়। —ঐ পৃ: ৪৮৩

৩. ন্যায়-শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে যায়। যারা পলিটিক্যাল বা গার্লস্‌ জিউটেশনে (আন্দোলন) অন্ধাবান তাদের এ কথা মনে রাখা উচিত। —ঐ, ৪২৪

৪. আর সব পরের হাত হতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না-হয়, তবে তা মারে বাঁচায় না। —ঐ ৪৯৫

৫. ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে ;

অন্ধ সে জন মরে আর শুধু মারে।

৬. যে নদী হারায়ে শ্রোত চলিতে না পারে ;
 সহস্র শৈবালধাম বাঁধে আসি তারে ।
 যে জাতি জীবন-হারা অচল অসার ;
 পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার ।

৭. আমার জন্ম যেন সে দেশে হয়, যে দেশ শাস্ত্রের গোলাম নয় ।
 —জাতপাত যা ক্যান্সার পুঃ ৩৭ ।

বেদান্ত কেশরী বিবেকানন্দ বলেছেন—

১. অনেকের বাহ্য আচার ও বিধি নিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়। আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধি নিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে আত্মার প্রসারতা হবে কি করে।...কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখবি কমতি, সে যে-মতের যে-পথের লোক হোক না কেন, তার জ্ঞানবি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে।

২. ভেঙ্গে ফেল এইসব নিয়ম—মুক্ত হও, মুক্ত হও। বিস্তৃত অসংখ্য নিয়ম ও নিয়মের বন্ধন আমাদের পক্ষে শুভ নয়। আমাদের স্বাধীন চিন্তা, আমাদের সৃজনী-ক্ষমতা, আমাদের পথ চলা এর ফলে বিঘ্নিত হয়।

৭

বুদ্ধের ধর্ম বিশেষতঃ বিনয়ের শিক্ষাপদ পালন ও বজ্রবলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুদ্ধ ও কয়েকজন মনীষীর মত উদ্ধৃত করে এখানে দেখান হয়েছে। চক্ষুস্থান ব্যক্তি দেখবেন যে কোনও চিকিৎসক সুস্থতা লাভের জন্য যেমন

ঔষধালয়ের সব ঔষধ সেবনকে সমর্থন করেন না, তেমন উন্নত জীবন লাভের জন্য এত বিস্তৃত ধর্মীয় নিয়ম পালনকে বুদ্ধ অথবা অন্য কোনও মনুষী সমর্থন করেন নি। ধর্ম-বিনয়-সম্বন্ধে সত্যাত্মবোধী বিচারশীল ব্যক্তি এর দ্বারা বুঝতে পারবেন, ধর্মের নামে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধর্মাত্ম অজ্ঞতা-মানব-সমাজের কী ভীষণ ক্ষতি করেছে ও করছে।

এই অজ্ঞতা ও ধর্মাত্মতার জন্য আপত্তির (পাপের) ভয়ে কোন কোন শিক্ষিত যুবকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধ-শাসনে ভিক্ষু হয়ে অপ্রমেয় আত্মহিত ও পরহিত সম্পাদন করে এ দুর্লভ মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করতে পারছে না। শিক্ষিত ও জ্ঞানীরা প্রব্রজ্যিত না হলে সমাজের অজ্ঞানাত্মকার ধ্বংস করে সমাজকে আলোর দিকে নিয়ে যাবে কে।

আশা করি ধর্ম-বিনয়ে অজ্ঞতাজাত ধর্মাত্মতা ত্যাগ করে শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার্থ ও পরার্থ সাধনে তৎপর হবেন।

“আপনারে দীপ করি জ্বালো,
 দুর্গম সংসার-পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো।
 সত্য-লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিষ করি দূর ;
 জীবনের বীণাযন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর।”

—রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ

১

✓ বুধ জ্ঞানে, জাগরণে ও বিকাশনে। ✓ বুধ হতে বোধি, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। সাধারণতঃ বোধি শব্দটি পরম জ্ঞানার্থে ব্যবহৃত হয়। তার ইংরাজী অনুবাদ করা হয়েছে Enlightenment এবং wisdom। বোধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিই বুদ্ধ এবং বোধির সাধনায় নিরত ব্যক্তিই বৌদ্ধ।

বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে কোনও সম্যক সম্বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হবার বর-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ‘বোধিসত্ত্ব’ বলা হয়। বোধিসত্ত্ব ত্রিবিধ সম্যক সম্বোধিসত্ত্ব, সম্বোধিসত্ত্ব ও শ্রাবক-বোধিসত্ত্ব। সাধারণতঃ সম্যক সম্বোধিসত্ত্বকেই জ্ঞাতকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়েছে।

১. সম্যক সম্বোধিসত্ত্ব আবার প্রজ্ঞাপ্রধান, শ্রদ্ধাপ্রধান ও বীর্য-প্রধান ভেদে ত্রিবিধ। প্রজ্ঞাপ্রধান বোধিসত্ত্বকে লক্ষাধিক চার অসংখ্য কল্প, শ্রদ্ধাপ্রধান বোধিসত্ত্বকে লক্ষাধিক আট অসংখ্য কল্প এবং বীর্য-প্রধান বোধিসত্ত্বকে লক্ষাধিক ষোল অসংখ্য কল্প পারমিতা (গুণ ধর্মের পূর্ণতা) পূর্ণ করে সম্যক সম্বুদ্ধ হতে হয়।

২. সম্বোধিসত্ত্বকে লক্ষাধিক দুই অসংখ্য কল্প পারমিতা পূর্ণ করে সম্বুদ্ধ বা প্রত্যেক-বুদ্ধ হতে হয়।

৩. শ্রাবক-বোধিসত্ত্বদের মধ্যে দুই অগ্র শ্রাবককে লক্ষ্যধিক এক অসংখ্য কল্প এবং অশীতি মহাশ্রাবককে এক লক্ষ কল্প পারমিতা পূর্ণ করে শ্রাবক-বুদ্ধ হতে হয়।

বুদ্ধ চার প্রকার—

১. সম্যক সম্বুদ্ধ (Fully Enlightened One)। তিনি আচার্যের সাহায্য ব্যতীত সর্বজ্ঞতা লাভ করে বিমুক্ত হন এবং দেব-মানবের হিতার্থে সদ্ধর্ম প্রচার করেন।

২. সম্বুদ্ধ বা প্রত্যেক বুদ্ধ (Independent Enlightened One)। তিনিও আচার্যের সাহায্য ব্যতীত বিমুক্তি লাভ করেন কিন্তু সর্বজ্ঞ নহেন এবং পরহিতার্থে ধর্মদেশনা করেন না।

৩. শ্রাবক-বুদ্ধ (Disciple Enlightened One)। তিনি আচার্যের সাহায্যেই বিমুক্তি লাভ করেন এবং শক্তি অনুসারে জনহিতার্থে ধর্মদেশনা করেন।

৪. শ্রুত বুদ্ধ (Great learned One) জগতে ঘাঁরা বহু বিষয়ে জ্ঞানী তাঁরাই শ্রুত বুদ্ধ। যথা—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র এবং আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী। অর্থ-কথাচার্যের মতে অর্থকথাসহ ত্রিপিটকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই শ্রুত-বুদ্ধ।

২

বোধিলাভে সাধনানিরত ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের হোক না কেন তিনিই প্রকৃত বোধি। বুদ্ধ বলেছেন—

“ন জ্ঞেচেন বসলো হোতি, ন জ্ঞেচেন হোতি ব্রাহ্মণো ;
কম্মুনা বসলো হোতি, কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো ।”

—বসলসুত্তং ।

—জন্মের দ্বারা নয়, কর্মের দ্বারাই মানব চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণ হয় ; তেমন বৌদ্ধ কুলে জন্মের দ্বারা নয়, কর্মের দ্বারাই বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ হয় ।

বোধি বা প্রজ্ঞাসাধনায় নিরত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কখনও দুঃশীল হতে পারেন না । দীর্ঘ নিকায়ের সোণদত্ত সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন—“যথ পঞ্জ্ঞা তথ সীলং ; যথ সীলং তথ পঞ্জ্ঞা । পঞ্জ্ঞবতো সীলং, সীলবতো পঞ্জ্ঞা । সীল পঞ্জ্ঞতো লোকস্মিং অগ্গমক্খায়তীতি” —যথায় প্রজ্ঞা তথায় শীল ; যথায় শীল তথায় প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞাবানই শীলবান, শীলবানই প্রজ্ঞাবান । শীল এবং প্রজ্ঞার দ্বারাই জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় ।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের উপাসক সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন দশবিধ কর্ম সম্পাদন দ্বারাই প্রকৃত বৌদ্ধ হয় । যথা—

১. বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণাগত হওয়া । তা জন্মগত বৌদ্ধদের গ্ৰায় প্রথাগত না হয়ে ত্রিরত্নে জ্ঞান-অর্জনজনিত ত্রিরত্নের প্রতি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হবে ।

২. ধর্মকে অধিপত্তি করে, ধর্মকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে জীবন যাপন করা । ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি বিশ্বাস করেন ‘ধম্মমেব তিসম্পদং’—ধর্মই মনুষ্য-দেব-নির্বাণ সম্পত্তি

প্রদায়ক। ‘ধর্মেণা হীনাঃ পশুভিসমানা’—ধর্মহীন ব্যক্তি বলবান সুন্দর কুলীন ধনী এবং শিক্ষিত হলেও পশু-সদৃশ। তেমন ব্যক্তিদের কেহ কেহ ধর্মের জন্ত জীবন ও বলি দিতে পারেন। তাই বলা হয়েছে—

‘ধনং চজে যো পন অঙ্গহেতু ; অঙ্গং চজে জীবিতরক্থমানো।

ধনং অঙ্গং জীবিতঞ্চাপি সবং ; চজে নরো ধম্মমনুসসরন্তো।”

—ধার্মিক জ্ঞানী ব্যক্তি অঙ্গ রক্ষার জন্ত দুঃখার্জিত ধন, জীবন রক্ষার জন্ত অঙ্গ এবং ধর্মরক্ষার জন্ত ধন অঙ্গ ও জীবন সবই ত্যাগ করেন।

৩. ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান, আত্মীয়-স্বজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন কি জীবন বিনাশেও তিনি প্রজ্ঞা ও বীর্য (বীরত্ব) প্রধান বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে অত্যাধর্ম গ্রহণ করেন না।

৪. প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যাভিচার এবং মিথ্যা, ভেদ, নির্দয় ও বৃথা বাক্য ত্যাগ দ্বারা কায়-বাক্যের শুদ্ধতা রক্ষা করে তিনি শীলবান হন।

৫. দর্শন শ্রবণ শ্রাণ আশ্বাদন ও স্পর্শে মঙ্গল হয় এমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী না হয়ে, তিনি সংকর্মে মঙ্গল ও অসং কর্মে অমঙ্গল হয় এ সত্যে বিশ্বাসী হয়ে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হন।

৬. তিনি ঈর্ষাবিহীন হয়ে এবং শঠতা-বঞ্চনাদি পাপধর্ম বাদ দিয়ে সম্যক জীবিকায় জীবন যাপন করেন।

৭. তিনি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে সবার সহিত সম্প্রীতি বজায় রেখে সম্মিলিতভাবে জীবনযাপন করেন। সমদৃষ্টি অর্থ সবকে সমান দেখা নয়—সম্যকরূপে দেখা ; অর্থাৎ যে যেমন তাকে তেমনভাবে দেখা।

৮. তিনি কৃপণ না হয়ে উদার দাতা হন। তিনি আপন অবস্থানুসারে সন্ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে এবং মানব সমাজের হিতার্থে দান দেন।

৯. তিনি সংঘমামক (সংঘ আমার) মনে করে সংঘের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হন এবং সংঘের উন্নতিকামী হয়ে জীবনযাপন করেন।

১০. বুদ্ধ-শাসনের পরিহানি দেখে তিনি তার অভিব্যক্তির জ্ঞান সচেষ্টি হন।

প্রকৃত বুদ্ধ-জীবন বা উন্নত মানব-জীবন যাপন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া প্রবতারা

মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।.....

সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি,

যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লিখা,

দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক।”

— — —

পরিশিষ্ট

নিবেদন

(বিজ্ঞদের প্রতি)

পুণ্যই সর্বসুখের মূল—এ সত্যে বিশ্বাসী যে-কোন ধর্মাবলম্বী বিজ্ঞ ব্যক্তি একাকী বা সম্মিলিত হয়ে সর্বসাধারণের হিতাথে পুণ্যক্ষেত্র বিহার মন্দির, মসজিদ বা গির্জা নির্মাণ করে থাকেন।

বৌদ্ধদের পুণ্যক্ষেত্র বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অবস্থান করে ধর্মীয় জীবন যাপন করেন এবং পুণ্যার্থীদের পুণ্যকর্মে সাহায্য করেন। বৌদ্ধ পুণ্য-ক্ষেত্র বিহার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণ পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। ষাঁরা বিহার নির্মাণ করেন এবং তার উন্নতি-বিধানে নিরত থাকেন, তাঁদের বিহার-দায়ক বলা হয়। বিহারের জন্য যিনি যে পরিমাণ ত্যাগ করেন, তিনি সে পরিমাণ বিহার-দায়ক মাত্র। দায়ক শব্দের অর্থ দাতা—অধিকারী নয়। কোন গৃহী বা গৃহী-সমিতি বিহার নির্মাণ ও তার উন্নতি বিধান করে বিহার-দায়ক হতে পারেন; কিন্তু বিহারের ও বিহার-সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন না। তাদের অধিকারী ভিক্ষু-সংঘ। ভিক্ষুসংঘ সুখে বাস করে যাতে সদ্ধর্ম বৃদ্ধি করতে পারেন এবং পুণ্যকামীরা সুখে পুণ্য সঞ্চয় করতে পারেন, এ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ সং পুরুষগণ বিহার নির্মাণ করে থাকেন। তাঁরা দায়ক হিসাবে তার

রক্ষাকারী ও শ্রীবৃদ্ধিকারী থাকেন। কখনো নিজেদের বিহারও বিহার-সম্পত্তির অধিকারী মনে করেন না।

অতীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কৃত বিহারের দায়ক অনাথপিণ্ড ও বিশাখা প্রভৃতি পুণ্যবানগণ কখনো নিজেদের বিহার ও বিহার-সম্পত্তির অধিকারী বলে দাবি করেন নি। বর্তমানেও বৌদ্ধদেশের হাজার হাজার বিহারের দায়কগণের কেউ বিহার ও বিহার-সম্পত্তির অধিকারী বলে দাবী করেন না।

বড়ুয়াদের মধ্যে দায়ক সম্বন্ধে অজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি বিহার-নির্মাণে কিছু দান দিয়ে বা না দিয়ে, সময় সময় বিহারে আসে বলে নিজেদের বিহার-দায়ক এবং বিহার ও বিহার-সম্পত্তির অধিকারী মনে করে থাকে। এ সব মুখ' নিজেকে বিহার ও বিহার-সম্পত্তির অধিকারী মনে করে বিহার-সম্পত্তি হরণ করে এবং ভিক্ষুর সাথে বিবাদ করে অপ্রমেয় পাপ সঞ্চয় দ্বারা নিজেকে নরকের কীটে পরিণত করে। এই মুখ'গণ বোঝে না যে বিহারের অধিকারী হলে তারা তাদের স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে বিহারে বাস করতে আসে না কেন।

বুদ্ধের নির্দেশ—এ সব মুখ'পাপীদের বিহারে আসতে না দেওয়া এবং ভিক্ষুদের তাদের সাথে সর্ব সম্পর্ক বর্জন করা।

‘তমতমপরায়ণ’ ও ‘জ্যোতিতমপরায়ণ’ ব্যক্তিদের গতি অধোদিকে। তারা বিহার বা ভিক্ষুর দায়ক হতে পারে না। ‘তমজ্যোতিপরায়ণ’ ও জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ ব্যক্তিদের গতি উর্ধ্ব'দিকে। তাঁরাই কেবল দায়ক হতে পারেন।

এ সত্য জেনে জ্ঞানী ভিক্ষু ও গৃহীদের কর্তব্য হীন নীচ পাপী
ব্যক্তিদের হতে যথাসম্ভব দূরে থেকে পুণ্যক্ষেত্র বিহার ও ভিক্ষুসংঘ রক্ষা
করে সদ্ধর্ম ও মানব-সমাজের হিত সাধন করা। ইতি—

১৮. ৪. ১৯৯২

আনন্দধাম, বৌদ্ধপল্লী

ইচ্ছাপুর—৭৪৩১৪৪

ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের

সংঘ নায়ক

অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘ

সমাপ্ত

শুদ্ধিগত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	শুদ্ধ
ক	৭	করুণাবাগ	করুণাবান
ক	১৩	তত্পার্শনীয়ং	তত্পাসনীয়ং
খ	১৬	শ্রোতাগণকে	শ্রোতাপন্নকে
গ	২	প্রফ	প্রফ
১	১২	বন্যা	বন্যা
১	১৭	উধ্ব'	উধ্ব'
৪	১০	উধ্ব'দিকে	উধ্ব'দিকে
৫	৩	'দান-পারসী'	'দান-পারমী'
৫	৪	'দান-উপারঙ্গী'	'দান-উপপারমী'
৫	৫	পারসী	পারমী
৫	৭	শরীরং, লোকস্ম	সরীরং, লোকস্ম
৫	৮	সুখমলিময়ং	সুখমখিময়ং
৬	৮	উচিত	উচিত
৭	১৯	কথুকথকং	কথুকথকং
৯	২	সে রূপ ধর্মীয় আচার ছাড়াও	সে রূপ ধর্মীয় আচারও ধর্ম নয়। ধর্মীয় আচার ছাড়াও
১০	৭	নির্বাণপ্রাপ্ত	নির্বাণপ্রাপ্ত
১৩	২০	অর্হংহত্যা	অর্হংহত্যা
১৫	৬	lines	lives
১৭	১৫	জ্ঞানের, সূর্যোতাপ	জলের, সূর্যাতপ
১৮	৬	উধ্ব	উধ্ব'
১৮	১১	উত্তারিং	উত্তরিং
১৮	২০	বীরো	ধীরো

গ্রন্থকারের অন্য গ্রন্থ

আমার সমাজ

আদর্শ বৌদ্ধ জীবন

সত্য সংগ্রহ

অমৃতের সন্ধানে

আনন্দলোকে

ধর্মসুধা

মহামঙ্গল

বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম

উপাসনা

প্রজ্ঞা-সাধনা

Pre-eminence of Buddha

and his Dhamma.

Buddhism—A Human Religion.

মুদ্রণের অগেক্ষায়

পত্রাবলী ১ম ভাগ

ধর্মসুধা ২য় ভাগ

জ্ঞানালোকে